দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

রাঃ বিঃ ভিসি পদত্যাগ করছেন?

রেজাউল করিম রাজু ।। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি পদত্যাগ করছেন? এটি এখন টক অব দ্যা ক্যাম্পাস। যদি তা হয় তবে কে হচ্ছেন পরবর্তী ভিসি? বর্তমান নির্বাচিত ভিসি প্রফেসর সাইদুর রহমান খান আওয়ামী লীগের নির্বাচনী জনসভায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে ভাষণ দেয়ায় তার নিরপেক্ষতা হারিয়েছেন বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা অভিযোগ তুলে তার পদত্যাগ দাবী করেছেন। ইতিমধ্যে ছাত্র-শিক্ষকরা ভিসি, প্রো-ভিসি অফিস ঘেরাও করে তাদের রুটিনমাফিক কাজ করে যাওয়ার কথা বলেছেন। নিয়োগ, পদোন্নতি দান থেকে বিরত থাকার আহবান জানিয়েছেন।

ভিসি পদত্যাগ না করলে তাকে অপসারণ করা হবে এমন কথা প্রচারিত হচ্ছে। একজন নির্বাচিত ভিসিকে তার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হয়েই শত বছরের পুরনো আইন ব্যবহার করে প্রফেসর ইউসুফ আলীকে অপসারণ করে উদাহরণ তৈরী করে রেখেছে। তারপর তাদের দলীয় শিক্ষককে ভিসি নিয়োগ করে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন দলীয় ও আত্মীয়করণ করা হয়। এবার সেই আইন বর্তমান ভিসির ক্ষেত্রে প্রয়োগ সহজ হবে।

ভিসি পদত্যাগ করলে কিংবা অপরাসিত হলে ভিসি হিসেবে কে মনোনয়ন পাবেন তা নিয়ে শুরু হয়েছে দৌড়-ঝাঁপ। বিগত পাঁচ বছর যেসব শিক্ষককে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী শিক্ষক গ্রুপের কোন কর্মসূচীতে দেখা যায়নি তাদের কেউ কেউ এখন ভীষণ তৎপর। তাদের দাপটে প্রকৃত জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসীরা কোণঠাসা হওয়ার উপক্রম। যেখানে আগে এই গ্রুপের কোন সভা-সমাবেশ ডাকলে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল হাতেগোনার মত, মাত্র কয়েক দিনেই সে চিত্র গেছে পাল্টে। ভিসি হিসেবে যাদের নাম উচ্চারিত হচ্ছে তারা হলেন জাতীয়তাবাদী পেশাজীবী পরিষদের আহবায়ক প্রফেসর কে এ এম শাহাদত হোসেন মণ্ডল, ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী গ্রুপের নেতা প্রফেসর এ কে এম আজহারুল ইসলাম, প্রফেসর আমিনুল ইসলাম, প্রফেসর আজহার আলী, জিয়া পরিষদ নেতা সাবেক প্রো-ভিসি আলতাফ হোসেন, প্রফেসর মোকলেছুর রহমান, প্রফেসর কাইসুল ইসলাম ফারুকীসহ ডজনখানেক শিক্ষক।